63

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পরীক্ষার হালচাল

সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে। নানারকম বাধাবিঘ্ন ও অনিশ্চয়তা অতিক্রম করে এবার এই পরীক্ষা যে নির্দিষ্ট সময় এবং শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারছে এটা নিশ্চয় ভাল লক্ষণ। তবে পরীক্ষা হওয়াই শেষ কথা নয়। শিক্ষার্থী বা শিক্ষাকে যাচাই করার ভূমিকা যদি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে সে ভূমিকা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেও বিবেচনার বিষয়।

এক শ্রেণীর শিক্ষক এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাদ সেধেছিলেন। তাদের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা জিম্মি রেখে পরীক্ষা ভন্ডুল করার সে অপপ্রয়াস সফল হয়নি। ধর্মঘটী শিক্ষকরা অভিভাবক ও ছাত্র সমাজের কাছে শিক্ষা বিরোধী শক্তি হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছেন। সরকার এই ব্ল্যাক মেইলের কাছে নতি স্বীকার না করে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, সে কথা সরকারকে বুঝতে হবে।

পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের অভিযোগ আসছে। প্রতিদিন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে নকলের অপরাধে বহিষ্কার করা হচ্ছে। ইংরেজি প্রথমপত্র পরীক্ষার দিন হাজারের ওপর পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে নকলের দায়ে। এর ওপর আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঝামেলা। কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র এবং সাধারণ গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে কথা উঠেছে। বাজারে (চট্টগ্রাম, ফেনী প্রভৃতি অঞ্চলে) এসব হাতে লেখা প্রশ্নের ফটোকপি চড়াদামে বিক্রি হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবরকে গুজব বলেছেন। তবে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার যে হাল তাতে সুযোগ- সন্ধানী লোকজন ভুয়া প্রশ্নপত্র বানিয়ে তাদের কাছে বিক্রি করার ব্যবসা ফাঁদতে পারেন একথাও ঠিক।

এ সমস্যাটা নতুন নয়। গত ২২/২৩ বছর ধরেই আমরা দেখে এসেছি পরীক্ষার হলে নকলের দাপট। প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনা। এ যেন আমাদের পরীক্ষার ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিবারই আমরা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে লিখি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন সবাই এর বিরুদ্ধে বলেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জোরালো আয়োজন নেন এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করার লক্ষ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের মধ্যেই পরীক্ষা পদ্ধতি শুদ্ধিকরণ অভিযান সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে।

অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। পরীক্ষায় নকল করলে সাজা পেতে হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা, শুধু এই ধরনের শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। শাস্তির ভয়ে তারা সামান্য সংযত হতে পারে। কিন্তু সুযোগ পেলেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার চেষ্টা তারা করবে। এই অসৎ ঐতিহ্য দূর করতে চাইলে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার ভিত দৃঢ় করার চেষ্টা করতে হবে। পরীক্ষার্থীরা কেন নকল করে অথবা প্রশ্ন ফাঁস করার চেষ্টা করে তা বুঝতে হবে। আমাদের দেশের অনেক স্কুল–কলেজেই সারা বছর তেমন কোনো লেখাপড়া হয় না। এসব প্রতিষ্ঠান নিছক ব্যবসা কেন্দ্রের মত হয়ে উঠেছে। এগুলির মাধ্যমে কিছু- সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবার ছাড়পত্র পায়। এই ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে লেখাপড়া হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। লেখাপড়া করলে নকল করা বা অন্য অসদুপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন আপনিই দূর হবে।

ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বেদম নকল করছে। সার্টিফিকেট লাভ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের বুঝতে হবে জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষায় সার্টিফিকেট কোন কাজে আসে না—যা কাজে আসে তা হল অধীত বিদ্যা এবং বুদ্ধি।

গোড়া থেকে সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া না হলে এ পরিস্থিতির খুব একটা হেরফের হবে না—একথা এতদিনে মোটামুটি প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষাকে শুদ্ধ করতে চাইলে শিক্ষার ভিত দৃঢ় ও সঠিক করতে হবে।